নিত্যদিন শত হাদীস

তোমার মনে কখনো কারো প্রতি কোনো
বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না—
এটাই আমার সুন্নত।
যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল,
সে আমাকে ভালবাসল।
আর যে আমাকে ভালবাসল,
জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।

–নবীজী (স)

নিত্যদিন শত হাদীস

নিত্যদিন শত হাদীস

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ : রমজান, ২০২৫

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ

ইসলাম ভবন (২য় তলা),
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৫৫ টাকা

[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

ISBN : 978-984-35-7420-6

নিত্যদিন শত হাদীস

(হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী থেকে সংকলিত)

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

লেখকের অন্যান্য বই

- সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড
- শুদ্ধাচার
- আত্মনির্মাণ
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- 1001 Autosuggestions to change your life
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ১ ॥ মেডিটেশন
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ২ ॥ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার
- কাজ প্রেম দেশ
- কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন

সফল ও সুখী হোন

জীবন হোক সফল। হোক সুখের রঙে রঙিন। ইতিহাসে সফল সুখী জীবনের উজ্জ্বল উদাহরণ হযরত মুহাম্মদ (স) তিনি একাধারে সফল ধর্মবেত্তা, সেনানায়ক, আইন প্রণেতা, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজ সংস্কারক এবং মানবাধিকারের সার্থক রূপকার। আবার সহযোদ্ধা স্বামী পিতা পিতামহ আত্মীয় হিসেবেও তিনি অতুলনীয়। ইতিহাসের বাঁকবদল ও নতুন সভ্যতার রচয়িতার সারিতেও তার অবদান সবার ওপরে।

জীবনে সুখী হওয়ার সহজ পথ সফল মানুষের জীবনাচার অনুসরণ। হাদীস তার জীবনাচারেরই প্রতিফলন। হাদীস অনুধাবন ও অনুসরণ আপনাকে দেবে সুস্থ জীবনাচার। করবে সফল ও সুখী। দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবেন।

হাদীস হোক আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী।

আল্লাহ বলেন,
বান্দার ধারণা অনুসারেই
আমি তার সামনে প্রতিভাত হই।
সে যখন প্রার্থনা করে,
আমি তার সাথেই থাকি।
সে যদি মনে করে—
আমি তাকে অনুগৃহীত করব,
আমি তাকে তখন অনুগৃহীত করি।
আর যদি সে মনে করে—
আমি তার প্রতি বিরূপ,
তবে সে বিরূপতারই সম্মুখীন হবে।

–আবু হুরায়রা (রা); আহমদ

যে তার দৃষ্টিভঙ্গি
পরিবর্তন করবে,
আল্লাহ তার
পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি
বদলে দেবেন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);
হাকেম

ধর্মপরায়ণতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে—
যে বিষয়ে তুমি সংশ্লিষ্ট নও,
সে বিষয়ে তুমি নাক গলাবে না।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, আশকালানী

অনেক ধনসম্পত্তি থাকলেই
ধনী হওয়া যায় না।
যার হৃদয় পরিতৃপ্ত,
সে-ই হচ্ছে সত্যিকার ধনী।

–আবু যর গিফারী (রা); বোখারী, তাবারানী

শোনা কথা (সত্যতা যাচাই না করে)
বলে বেড়ানোই
মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

–ওমর ইবনে খাত্তাব (রা),
আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখ
তুমি ঘরে নিরাপদে আছ,
শরীর সুস্থ আছে,
ঘরে সারাদিনের খাবার আছে,
তাহলে ধরে নাও
পৃথিবীর সবই তোমার আছে!

–ওবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান (রা);
তিরমিজী, মুফরাদ (বোখারী)

ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে,
পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে
সবাইকে আগে সালাম দেয়া
('আসসালামু আলাইকুম' বলা)
এবং অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);
বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ

আল্লাহ তোমার চেহারা বা ধনসম্পত্তির
দিকে তাকাবেন না,
তিনি দেখবেন তোমার অন্তর
আর হিসাব নেবেন তোমার কর্মের।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, ইবনে মাজাহ

জেনে রাখো,
যা তুমি পাও নি তা তোমার নয়।
যা তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যায়,
তা কখনো তোমাকে
সত্যে পৌঁছাবে না।
আর যা তোমাকে
ভালো কাজে সাহায্য করে,
তা কখনো বিভ্রান্তির পথে নেবে না।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);
নাসাঈ, রিয়াদুস সালেহীন

তোমরা ধনসম্পত্তি দিয়ে
সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।
মানুষকে সন্তুষ্ট করো
হাসিমুখে সুন্দর আচরণ উপহার দিয়ে।

–আবু হুরায়রা (রা); হাকেম, আশকালানী

অধীনস্থের সাথে ভালো ব্যবহার
সৌভাগ্য বয়ে আনে।
আর অধীনস্থের সাথে দুর্ব্যবহার
দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।

–রাফে ইবনে মাকীস (রা); আবু দাউদ

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো,
কিন্তু তোমার উটটাকেও
বেঁধে রাখো ভালোভাবে।
(অর্থাৎ সতর্কতা ও করণীয় কর্তব্যে
অবহেলা করবে না।)

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

যদি তুমি ভালো কাজ করে
আনন্দ পাও
এবং খারাপ কাজ করে ফেললে
অনুতপ্ত হও,
তাহলেই তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী।

–আবু উমামা (রা); আহমদ, মেশকাত

তোমরা মানুষকে
আশার বাণী শোনাবে।
নিরাশার কথা বলে তাদের
হতাশ করে দেবে না।
উদারতা প্রদর্শন করবে।
রূঢ় আচরণ করবে না।

–আবু মুসা আশয়ারী (রা);
বোখারী, মুসলিম

ধর্মপালনকে মানুষের জন্যে সহজ করো।
একে মানুষের জন্যে কঠিন কোরো না।
তাদের সুসংবাদ দাও।
ভীতসন্ত্রস্ত করে ধর্ম থেকে
তাদের দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ো না।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী

ছোট ছোট পাপ সম্পর্কে সচেতন হও।
যখন জবাবদিহি করতে হবে,
তখন ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে
তোমার সর্বনাশের কারণ হবে।

–সহল ইবনে সাদ (রা); আহমদ

যার দুটি দিন
(কর্মের দিক থেকে) সমান গেল,
সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।
আর যার আজকের দিনটি
(কর্মের দিক থেকে) গতকালের চেয়ে
খারাপ গেল সে হতভাগা।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); দায়লামি

মনোলোভা ভোগ্যপণ্যের আড়ালেই
অপেক্ষা করছে নরক বা জাহান্নাম।
আর কষ্ট, ধৈর্য ও সংগ্রামের পেছনে
অপেক্ষা করছে স্বর্গ বা জান্নাত।

–আনাস (রা), আবু হুরায়রা (রা);
বোখারী, মুসলিম

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি
অন্যদের প্রয়োজন
পূরণ করতে থাকবে
ততক্ষণ পর্যন্ত
আল্লাহ তোমার প্রয়োজন
পূরণ করতে থাকবেন।

–আবু হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);
বোখারী, তাবারানী, তারগিব

একজন মানুষ সবসময়ই
তার সঙ্গীসাথি দ্বারা প্রভাবিত হয়।
তাই কারো সাথে বন্ধুত্ব করার আগে
তার বিশ্বাস ও জীবনাচার সম্পর্কে
খোঁজখবর নাও।

–আবু হুরায়রা (রা);
তিরমিজী, আহমদ, মেশকাত

নিজের জন্যে
যা পছন্দ করো,
অন্যের জন্যেও
তা-ই পছন্দ করবে।
তাহলেই তুমি
প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা);
বোখারী, মুসলিম

মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করো।
কারণ মজলুম ও আল্লাহর মধ্যে
কোনো পর্দা থাকে না।

–মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);
বোখারী, মুসলিম

শ্রমিকের শরীরের
ঘাম শুকানোর আগে
তার মজুরি পরিশোধ করো।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);
ইবনে মাজাহ, মেশকাত

মানুষকে ভালো ভাবা
সঠিক ইবাদতের অংশ।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

মানুষের প্রতি যে সমমর্মী নয়,
মানুষের প্রতি যার দয়ামায়া নেই,
আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

তিন জন যদি
একত্রে সফর করো,
তাহলে সকল ব্যবস্থাপনার
দায়িত্ব দিয়ে একজনকে
নেতা মনোনীত করো।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা);
আবু দাউদ, মুসলিম

যারা আল্লাহর মাল
অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ-সম্পদ
আত্মসাৎ বা অপচয় করে,
মহাবিচার দিবসে তাদের শাস্তির জন্যে
জাহান্নামের আগুনই যথেষ্ট হবে।

–খাওলা বিনতে আমির (রা); বোখারী

বিচারকেরা তিন শ্রেণিভুক্ত—
১. যারা ন্যায়বিচার করে,
জান্নাত হবে তাদের নিবাস।
২. যারা বিচারে অসততা করে,
জাহান্নাম হবে তাদের আবাস।
৩. যারা যেমন ইচ্ছা তেমন বিচার করে,
তাদের গন্তব্যও জাহান্নাম।

–বুরাইদাহ ইবনে আল হাসিব (রা);
আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

পরিমাপ ও ওজনে সতর্ক থাকো।
মাপে কমবেশি কোরো না।
পরিমাপে অসততায় অতীতে
বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);
তিরমিজী, মেশকাত

তুমি যদি বিশ্বাসী হও,
তাহলে ভালো কথা বলো
অথবা নীরব থাকো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

সদাচরণ বা শুদ্ধাচার
ও দীর্ঘ মৌনতার সমতুল্য
কোনো আমল নেই।

–আবু যর গিফারী (রা);
আবু ইয়ালা, তাবারানী

দান করলে সম্পদ বাড়ে।
ক্ষমা করলে সম্মান বাড়ে।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

সাদাকা
অকল্যাণ ও
বালা-মুসিবতের
দরজা বন্ধ করে।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা);
রাজিন (মেশকাত)

সবচেয়ে নিকৃষ্ট সে-ই,
যার দুর্ব্যবহারের জন্যে
অন্যেরা তাকে এড়িয়ে চলে।

–আয়েশা (রা); বোখারী

সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার।
আল্লাহর পরিবারের সাথে
ভালো ব্যবহারকারী
আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়।

–আনাস ইবনে মালেক (রা);
আবু ইয়ালা, বায়হাকি

কোনো শাসক যদি
জনসাধারণের সাথে
বিশ্বাসভঙ্গ করে বা
জনসাধারণের মঙ্গলে
করণীয় কর্তব্যে অবহেলা করে,
তবে সে কখনো জান্নাতে
প্রবেশ করতে পারবে না।

–মাকিল ইবনে ইয়াসর (রা);
বোখারী, মুসলিম

শোষক-নিপীড়কের সাথে
যে জেনেশুনে চক্রান্তে লিপ্ত হয়
বা নেপথ্যে সমর্থন দেয়,
সে বিশ্বাসের সীমানার
বাইরে চলে যায়।

–আওস ইবনে শোরাহবীল (রা);
মেশকাত, বায়হাকি

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকো।
সঙ্ঘের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে।
যে সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়,
সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী

যে ব্যক্তি বায়াতের বন্ধন
(সঙ্ঘ ও নেতার প্রতি আনুগত্যের শপথ)
ছাড়া মারা গেল,
সে জাহেলিয়াতের
মৃত্যুবরণ করল।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);
মুসলিম, আহমদ

জ্ঞান অর্জন করা
প্রত্যেক বিশ্বাসী
নরনারীর জন্যে ফরজ।

–আনাস ইবনে মালেক (রা);
নাসাঈ, মেশকাত

জ্ঞান অর্জন করো ও
জ্ঞান বিতরণ করো।
এটাই সর্বোত্তম কাজ।

–আয়েশা (রা), আনাস ইবনে মালেক (রা),
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মেশকাত

প্রজ্ঞা ১০ ভাগে বিভক্ত।
নয় ভাগ জড়িত নিরাসক্তির সাথে।
আর একটি ভাগ জড়িত মৌনতার সাথে।

–আবু হুরায়রা (রা); সুয়ুতি

তুমি যদি তোমার জিহ্বা ও
যৌনাঙ্গের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দাও
(অর্থাৎ মুখ ও যৌনাঙ্গের
সকল অন্যায় থেকে বিরত থাকো),
তবে আমি তোমাকে
জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

–সহল ইবনে সাদ (রা);
বোখারী, মুসলিম

সর্বত্র সালামের
প্রচলন করো
(প্রথম সুযোগেই
আগে সালাম দাও)।
তোমরা লাভ করবে
শান্তি ও নিরাপত্তা।

–বারা ইবনে আজিব (রা);
আহমদ, মুফরাদ

বিশ্বাসী ছাড়া কেউ
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে
পরস্পরকে ভালো না বাসলে
কখনো বিশ্বাসী হতে পারবে না।
আর পরস্পরকে ভালবাসতে হলে
পরস্পর সালাম দেয়ার
রেওয়াজ চালু করো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, মুফরাদ

সাধারণ মানুষকে (ধর্মের নামে)
অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায় করতে
সহযোগিতা করাই হচ্ছে ধর্মান্ধতা।

–ওয়াসিলা ইবনে আল আসকা (রা);
আবু দাউদ, মেশকাত

(তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না।)
‘অতীতে ধর্মচর্চা নিয়ে
যারা বাড়াবাড়ি করেছে,
তারা নিহত ও ধ্বংস হয়েছে।’
নবীজী (স) তিন বার একথার
পুনরাবৃত্তি করেন।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); মুসলিম

ঝগড়া-বিবাদ ধর্মপরায়ণতার
বিনাশ ঘটায়।
ভুল বোঝাবুঝি ও ঝগড়া-বিবাদ
দূর করে শান্তি স্থাপন করা
নফল নামাজ, রোজা ও
সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ।

–আবু দারদা (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

ভাই বা বিশ্বাসীর সাথে
তর্ক করতে যেও না,
তাকে নিয়ে হাসিতামাশা কোরো না।
তাকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিও না,
যা তুমি পূরণ করতে পারবে না।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী, মুফরাদ

যখন কোনো বিশ্বাসী
অপর বিশ্বাসী ভাইয়ের জন্যে
তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে,
তখন তা কবুল হয়।
সে যখনই অন্যের জন্যে দোয়া করে
তখন সেখানে উপস্থিত ফেরেশতা
তার সাথে 'আমিন' বলে এবং বলে,
'তোমারও এরকম কল্যাণ হোক'।

–আবু দারদা (রা); মুসলিম

সুন্দর কাজ ও আচরণ হচ্ছে নেকি।
আর যে কাজ করতে গিয়ে
অন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়,
কেউ তা দেখে ফেলা বা
জেনে যাওয়াকে তোমরা
অপছন্দ করো, সেটাই গুনাহ।

–নাওয়াস ইবনে সামআন (রা);
মুসলিম, তিরমিজী, আহমদ

আমার ভয় হয়
তোমরা ছোট শিরক অর্থাৎ
সৎকর্মের প্রদর্শনীতে জড়িয়ে পড়বে।

–মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রা); আহমদ

হারাম উপার্জনে লালিত দেহ
জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
হারাম খাদ্যে লালিত দেহ
জাহান্নামের আগুনের জন্যে উত্তম।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);
আহমদ, বায়হাকি

শুদ্ধাচার শিক্ষাদান
সন্তানের প্রতি পিতার
সর্বোত্তম উপহার।

–আইয়ুব ইবনে মুসা (র);
তিরমিজী, মেশকাত

সন্তানের আচরণে
পিতামাতা তুষ্ট হলে
আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।
আর সন্তানের আচরণে
পিতামাতা অসন্তুষ্ট হলে
আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);
তিরমিজী, তাবারানী

যে ছোটদের স্নেহ করে না
আর যে বড়দের সম্মান করে না,
সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে *আমর (রা);*
আবু দাউদ, তিরমিজী

আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করলে
প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না,
প্রতিবেশীর সাথে
সদ্ব্যবহার করো।
মেহমানদের আন্তরিকভাবে
আপ্যায়ন করো।

–আবু হুরায়রা (রা);
বোখারী, মুসলিম

‘হে আল্লাহ! আমি ঋণ ও কুফরী থেকে
তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’
(আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরী ওয়াদ্দাইন)।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); নাসাঈ

ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত
একজন বিশ্বাসীর আত্মা
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
প্রবেশপথে আটকে থাকবে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

সততার সাথে দান সংগ্রহকারী
ও দান বিতরণকারী
দাতার মতোই সমভাবে পুরস্কৃত হবে।
(দান সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা
উত্তম সাদাকা।)

–আবু মুসা আশয়ারী (রা);
বোখারী, মুসলিম

সেবামূলক কাজে আন্তরিকভাবে
অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মর্যাদা
আল্লাহর পথে
জেহাদকারী ব্যক্তির সমান।
কাজ থেকে ঘরে
ফিরে না আসা পর্যন্ত
এ মর্যাদা বহাল থাকে।

–রাফি ইবনে খাদিজ (রা);
তিরমিজী, মেশকাত

একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন,
কীভাবে আত্মশুদ্ধি করা যায়?
নবীজী (স) বললেন,
তুমি সবসময় মনে রাখবে,
তুমি যেখানেই থাকো না কেন
আল্লাহ তোমার সাথে আছেন
(তোমার সবকিছু দেখছেন)।

–আবদুল্লাহ ইবনে মোয়াবিয়া (রা); তাবারানী

ইসলাম হচ্ছে
সদুপদেশ সংযম সমর্পণ
ও কল্যাণ কামনা।
উত্তম ঈমানের
প্রকাশ হচ্ছে সদাচরণ।
উত্তম হিজরত হচ্ছে—
আল্লাহ যা অপছন্দ করেন
তা পরিত্যাগ করা।

–আমর ইবনে আবাসা (রা);
আহমদ, মেশকাত

অন্যের বিপদে আনন্দিত হয়ো না।
কারণ আল্লাহ তাকে
বিপদ থেকে রেহাই দিয়ে
সে বিপদ তোমার ওপর
আপতিত করতে পারেন।

–ওয়াসিলা ইবনে আল আসকা (রা);
তিরমিজী, মেশকাত

যে অন্যের ক্ষতির কারণ হয়,
আল্লাহ তার ক্ষতির ব্যবস্থা করেন।
যে অন্যের জন্যে জটিলতা সৃষ্টি করে,
আল্লাহ তাকে জটিলতায় নিক্ষেপ করেন।

–*আবু সিরমাহ (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

যে ব্যক্তি অন্যের কাছে
চাওয়া থেকে বিরত থাকে,
আল্লাহ তাকে অন্যের ওপর
নির্ভরতা থেকে রক্ষা করেন।
তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); বোখারী, নাসাঈ

ভোগ্যপণ্য ও
ধনসম্পত্তির পেছনে
ছুটো না।
সতর্ক থাকো।
তা না হলে
তুমি আসক্ত হয়ে পড়বে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); তিরমিজী

অন্যের এমন সব দোষত্রুটি
দেখা ও বলা থেকে বিরত থাকো,
যা তোমার মধ্যেও আছে।

–আবু যর গিফারী (রা); মেশকাত

সাবধান! সন্দেহ করা থেকে দূরে থাকো!
সন্দেহ পোষণ বা
সন্দেহবশত কথা বলা
জঘন্য মিথ্যাচার।
অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কোরো না।
অন্যের দোষত্রুটি বের করার জন্যে
গোয়েন্দাগিরি কোরো না।
কারো ব্যাপারে ঘৃণা পোষণ কোরো না।
কারো বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না।
আল্লাহর বান্দা হয়ে পরস্পর
ভাই ভাই হিসেবে বসবাস কোরো।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

নিজ পরিবার, গোত্র বা
সম্প্রদায়ের অন্যায় কাজকে
যে অন্ধভাবে সমর্থন করে
সে আসলে আত্মবিনাশের
পথই অনুসরণ করে।

–জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুসলিম

যদি কেউ (ইসলামি রাষ্ট্রে সুরক্ষাপ্রাপ্ত)
অন্য ধর্মাবলম্বীর ওপর অন্যায় করে,
তার অধিকার হরণ করে বা
তার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করে,
তবে মহাবিচার দিবসে
আমি আল্লাহর আদালতে
সেই মজলুমের পক্ষে দাঁড়াব।

–সাফওয়ান (র); আবু দাউদ

তোমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান সে-ই,
যে মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে
এবং মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে
নিজেকে প্রস্তুত করে।
সে ইহকাল ও পরকালের
সবচেয়ে ভালোটাই পায়।
সে দুনিয়ায় সম্মানিত হয়।
আর আখেরাতেও পাবে
উষ্ণ অভ্যর্থনা।

–শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা);
তিরমিজী, তাবারানী

সুযোগ পেলেই
কবর জেয়ারত করো।
আখেরাতের কথা মনে রাখার
এটাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

–আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ, মেশকাত

তোমরা অন্যের দোষত্রুটি
খুঁজে বেড়িও না।
যে ব্যক্তি অন্যের
গোপন দোষ ফাঁস করবে,
আল্লাহ তার দোষ
প্রকাশ করে দেবেন।

–আবু বারজাহ আল আসলামী (রা); আবু দাউদ

গীবত (পরনিন্দা)
ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।
একজন ব্যভিচার করে তওবা করলে
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।
কিন্তু গীবতকারী তওবা করলেও
আল্লাহ (সরাসরি) ক্ষমা করেন না।
যার গীবত করা হয়েছে,
সে ক্ষমা করলেই
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা),
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); বায়হাকি, মেশকাত

প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা
অবতীর্ণ হন।
একজন (সকালে যে দান করেছে এমন)
দাতার জন্যে প্রার্থনা করেন :
‘হে আল্লাহ!
দাতাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করো।’
আর অন্যজন (দান করা থেকে বিরত
কৃপণের জন্যে)
প্রার্থনা করে : ‘হে আল্লাহ!
কৃপণের ধন বিনষ্ট করো।’

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

প্রতিটি সৎকর্মই সাদাকা বা দান।
হাসিমুখে কথা বলা সাদাকা।
ভালো কাজে উৎসাহিত করা সাদাকা।
খারাপ কাজ থেকে কাউকে
বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া সাদাকা।
পথহারা মানুষকে পথ দেখানো সাদাকা।
অসুস্থকে দেখতে যাওয়া সাদাকা।
কাউকে পানি ঢেলে খাওয়ানোও সাদাকা।

–আবু যর গিফারী (রা); তিরমিজী

বৈধভাবে উপার্জন করো ও
বৈধ কাজে ব্যয় করো।
তুমি পরিতৃপ্তি পাবে।
অবৈধভাবে যত উপার্জনই করো না কেন,
কখনো পরিতৃপ্তি পাবে না।
আর মহাবিচার দিবসে
অবৈধ সম্পদই তোমার কাল হবে।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); বোখারী, মুসলিম

সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে :
১. এমন জিহ্বা,
যা আল্লাহর জিকির করে;
২. এমন হৃদয়, যা কৃতজ্ঞ;
৩. এমন স্ত্রী, যে তাকে
বিশ্বাসী থাকতে সহযোগিতা করে।

–*সাওবান (রা);* তিরমিজী, আহমদ, ইবনে মাজাহ

কোনো নারীকে
চারটি যোগ্যতার জন্যে বিয়ে করা যায়—
১. ধনসম্পত্তি
২. বংশমর্যাদা
৩. রূপ
৪. গুণ
এমন নারী খোঁজ করো,
যার গুণ আছে।
অন্য বিবেচনায় বিয়ে করলে
তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

–আবু হুরায়রা (রা);
মুসলিম, আবু দাউদ

বিশ্বাসীদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ,
যে চরিত্রবান ও সদাচারী।
তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম পুরুষ,
যে স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

সাদাকা বা দান
অথবা অন্যের সেবা হচ্ছে
ঈমানের প্রমাণ।

–আবু মালেক আশয়ারী (রা);
মুসলিম, নববী

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।
উপকৃত হয়ে যে মানুষের কাছে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,
সে কখনো আল্লাহর
শোকরগোজার বান্দা হতে পারে না।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ, আহমদ

বিনয়ী ও নম্র হও।
কেউ কারো ওপর অন্যায় কোরো না।
কেউ নিজেকে অন্যের চেয়ে
বড় মনে কোরো না।
সবার সাথে সুন্দর আচরণ করো।

–আয়াজ ইবনে হিমার (রা); মুসলিম

একজন মানুষ সারাজীবন
ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে কাটিয়েও
অন্যায় অসিয়তের মাধ্যমে
উত্তরাধিকারীদেরকে
তাদের প্রাপ্য থেকে
বঞ্চিত করার কারণে
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

–আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ, তিরমিজী

ব্যক্তি বিশেষের পাপ কাজ
বন্ধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও
যদি কোনো জাতি তা না করে,
তবে সে জাতির ওপর
আল্লাহ কঠিন বিপদ ও আজাব
আপতিত করবেন।

–জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);
আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

তিনটি গুণ তোমাকে পরিত্রাণ দেবে।
গুণ তিনটি হচ্ছে :
১. প্রকাশ্য ও গোপনে সবসময়
আল্লাহ-সচেতন থাকা।
২. আনন্দ বা ক্রোধে
সবসময় সত্য বলা।
৩. অভাবে বা প্রাচুর্যে সবসময়
পরিমিতি বজায় রাখা।

–আবু হুরায়রা (রা);
বায়হাকি, মেশকাত

দোয়া সকল ইবাদতের নির্যাস।

–আনাস ইবনে মালেক (রা),
নোমান ইবনে বশীর (রা);
আবু দাউদ, তিরমিজী

নিজের জন্যে
প্রার্থনা করা
উত্তম ইবাদত।

–আয়েশা (রা);
মুফরাদ (বোখারী), হাকেম

যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে,
তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো।
যে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে,
তাকে তুমি দান করো।
যে তোমার ওপর অন্যায় করেছে,
তাকে তুমি ক্ষমা করো।
এটাই সুন্দর চরিত্রের প্রকাশ।

–উকবা ইবনে আমর (রা); বায়হাকি

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলো।
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা
গুরুতর পাপ।

–আবু হুরায়রা (রা);
বোখারী, রিয়াদুস সালেহীন

নিয়ত সকল কর্মের অঙ্কুর।
প্রত্যেকের কর্মের মূল্যায়ন করা হবে
তার নিয়ত বা অভিপ্রায় অনুসারে।

–ওমর ইবনে খাত্তাব (রা); বোখারী, মুসলিম

যেদিন আমি তোমার কাছে
তোমার বাবা-মা সন্তানসন্ততি—
এমনকি তোমার নিজের চেয়ে
বেশি প্রিয় হবো,
সেদিনই তুমি যথার্থ বিশ্বাসী হবে।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

আল্লাহ চান
তুমি ধীরস্থিরভাবে কাজ করো।
আর শয়তান চায়
তুমি তাড়াহুড়ো ও হুলস্থুল করো।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বায়হাকি

দোয়া করো।
কখনো অধৈর্য হয়ো না।
কখনো তাড়াহুড়ো কোরো না।
(কখনো বোলো না যে, এত দোয়া করলাম,
কই, কবুল তো হতে দেখলাম না!)
ধৈর্য হারালে দোয়ায় আগ্রহ কমে যাবে।
হতাশা তোমাকে আচ্ছন্ন করবে।
আসলে অস্থির হয়ে
নেতিবাচক কথা না বললে
বিশ্বাসীর দোয়া সবসময় কবুল হয়।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

প্রতিশোধ নেয়ার
ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও
যে ক্ষমা করে,
আল্লাহর কাছে
সে-ই বেশি সম্মান পাবে।

–আবু হুরায়রা (রা);
বায়হাকি, ইবনে হিব্বান

যে ধৈর্যশীল হতে চায়,
আল্লাহ তাকে পর্যাপ্ত ধৈর্য বা
সবর দান করেন।
ধৈর্য বান্দার প্রতি
আল্লাহর সবচেয়ে বড় উপহার।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); বোখারী, মুসলিম

বিধবা ও এতিম অসহায় মানুষের কল্যাণে
নিরলস পরিশ্রমকারীর মর্যাদা
আল্লাহর পথে জেহাদরত
মুজাহিদের মতো।
তার মর্যাদা সারারাত অবিরাম
নামাজ আদায়কারী এবং
সারাদিন রোজা পালনকারীর সমতুল্য।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

আমি [নবীজী (স)] এবং
একজন এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী,
আমরা একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করব।
(তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে তুলে দেখিয়ে
বললেন, এই দুই আঙুলের মতো)
জান্নাতে একসাথে থাকব।

–সহল ইবনে সাদ (রা); বোখারী, মুসলিম

সামর্থ্য অনুসারে ইবাদত ও
ভালো কাজ করা ওয়াজিব।
আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় উত্তম কাজ
বা আমল হচ্ছে—
যা আমলকারী নিয়মিত করে।

–আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম

কখনো মনে করবে না যে,
কাজটি আমি পারব না।
যে কাজ তোমার জন্যে কল্যাণকর,
তা পূর্ণোদ্যমে করো এবং
আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

যে ব্যক্তি
মদ (বা মাদক) গ্রহণ করবে,
৪০ দিন পর্যন্ত
তার নামাজ কবুল হবে না।
অবশ্য তওবা করলে ভিন্ন কথা।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী

কোনো স্বামী যদি
দেনমোহর প্রদানে গড়িমসি করে,
স্ত্রীকে ধোঁকা দেয় এবং
দেনমোহর না দেয়ার
ফন্দিফিকিরের চিন্তা করতে করতে
তা শোধ করার আগেই মারা যায়,
তাহলে মহাবিচার দিবসে
একজন ব্যভিচারী হিসেবেই তাকে
আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে।

–শোয়াইব আল খাইর (রা); তাবারানী

তোমরা ঈর্ষা থেকে
দূরে থাকো।
আগুন যেমন
খড়কুটো পুড়িয়ে
ছাই করে দেয়,
ঈর্ষাও তেমনি
তোমার সৎকর্মের
বিনাশ করে।

–আবু হুরায়রা (রা);
আবু দাউদ, মেশকাত

গীবত
নামাজ ও রোজা
নষ্ট করে দেয়।
গীবত করলে পুনরায়
নামাজ আদায় করো ও
পরে কাজা রোজা রাখো।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); মেশকাত

(আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে
প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রামই
সর্বোত্তম জেহাদ।)
নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে
সংগ্রামরত ব্যক্তিই
প্রকৃত মুজাহিদ (ধর্মযোদ্ধা)।

–ফাদালা ইবনে ওবায়েদ (রা);
তিরমিজী, ইবনে হিব্বান, বায়হাকি

প্রতিপক্ষ কুস্তিগীরকে
ধরে আছাড় দেয়াটা
বীরত্ব নয়।
নিজের রাগকে সংযত করাই
প্রকৃত বীরত্ব।
(অর্থাৎ রেগে যেও না।
রাগ সংবরণকারীই
প্রকৃত বীর।)

–আবু হুরায়রা (রা);

বোখারী, মুসলিম

একজন বিশ্বাসী
কখনো কৃপণ ও
দুর্ব্যবহারকারী হতে পারে না।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা);
মুফরাদ, তিরমিজী

কোনো প্রাণীর মুখে
আঘাত করবে না
বা দাগ দেবে না।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);
মুসলিম, তিরমিজী, মুফরাদ

কাউকে জেনেশুনে
ভুল পরামর্শ দেয়া আর
তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা
একই কথা।

–আবু হুরায়রা (রা);
মুফরাদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ

সত্য ছাড়া কিছু বলবে না।
ভালো কাজ ছাড়া
অন্য কোনোকিছুতে
জড়াবে না।

–আসওয়াদ ইবনে আসরাম (রা);
বায়হাকি, তারগিব

মায়ের পায়ের নিচে
সন্তানের বেহেশত।

–মোয়াবিয়া ইবনে জাহিমা (রা); নাসাঈ

আল্লাহ্ দয়াময়।
তিনি সকল কাজে
দয়াশীলতা পছন্দ করেন।
–আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম

আল্লাহ যখন কাউকে
অনুগ্রহ-সম্পদ দিতে চান,
তখন তাকে পার্থিব
বিপদ-আপদ প্রতিকূলতার
মুখোমুখি ঠেলে দেন।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

যখন তুমি কোনো পীড়িতকে দেখতে যাও,
তখন তাকে সান্ত্বনা দাও এবং বলো—
‘তুমি সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হবে।’

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); মেশকাত

গভীর ধ্যানের তুল্য
কোনো ইবাদত নেই।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); বায়হাকি

প্রত্যেকের বুকের ভেতরে
একটি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড রয়েছে।
একে বলে ক্বালব বা মন বা হৃদয়।
জেনে রাখো, এই ক্বালব বা মনের দূষণ
শরীরকে দূষিত ও অসুস্থ করে তোলে
আর ক্বালব বা মন দূষণমুক্ত হলে
শরীর দূষণমুক্ত ও সুস্থ হয়।
(তাই মনের আবর্জনা
পরিষ্কার করার দিকে নজর দাও।)

–নোমান ইবনে বশীর (রা); বোখারী, মুসলিম

বেশি বেশি দরুদ পড়ো।
যত পারো দরুদে নিমগ্ন থাকো।
তোমার সকল অস্থিরতা ও
দুশ্চিন্তা ভেসে যাবে।
তোমার গুনাহরাজি ক্ষমা পাবে।

–উবাই ইবনে কাব (রা); তিরমিজী

বালাগাল উলা বি-কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি-জামালিহি
হাসুনাৎ জামিয়ু খিসালিহি
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি।

–শেখ সাদী (র)

শূন্য থেকে পূর্ণতায় তুমি নিজ মহিমায়
ঘোর আঁধার দূর হলো
তোমার আলোকপ্রভায়
চরিত্রে তোমার শুদ্ধাচারের প্রকাশ তামাম
তোমার করুণাধারার প্রতি হাজার সালাম।

নবীজীর (স) কিছু বাণীর সহজ বাংলা মর্মান্তর।

জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো
স্থান পেয়েছে বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে।

পড়া শুরু করুন যে-কোনো পাতা থেকে।
ডুবে যান বাক্যের গভীরে।
আপনি পাবেন পথের দিশা। জীবন বাঁক বদলাবে।
আপনার উত্তরণ ঘটবে উচ্চতর মানবে।

শুদ্ধাচারী আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্যে
এ বইটি হতে পারে অন্যতম সহায়ক পাঠ্য।

৪০টি হাদীসের জ্ঞান
যে আত্মস্থ ও সংরক্ষণ করবে,
মহাবিচার দিবসে
একজন জ্ঞানী হিসেবে
তার পুনরুত্থান হবে এবং
আমি [নবীজী (স)]
তার শাফায়াতকারী হবো।
—মেশকাত

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

ISBN : 978-984-35-7420-6